2019

আগমনী

BENGALI SAMITI OF NEBRASKA

শারদীয়া ১৮২৬ সন সংখ্যা ১৩

BENGALI SAMITI OF NEBRASKA
Executive Committee
2019

President:	Sanith Ray
Vice-president:	Apurva Chatterjee
Secretary:	Tapan Das
Joint-secretary:	Jayadri Ghosh
Treasurer:	Somenath Chakraborty
Cultural Chair:	Mahua Ray
Puja Chair:	Gouri Joshi Chatterjee
Food Chair:	Sharmistha Banerjee
Fund Raising Chair:	Dwaipayan Das
Youth & sports Chair:	Indranil Saha
Executive member:	Kaustubh Datta
Executive member:	Himadri Mukherjee
Executive member:	Sutapa Ray

নেব্রাস্কা বাঙালি সমিতি
কার্যনির্বাহী পরিষদ
২০১৯

সভাপতিঃ	সানিথ রায়
সহ-সভাপতিঃ	অপূর্ব চ্যাটার্জী
সম্পাদকঃ	তপন দাশ
সহ-সম্পাদকঃ	জয়দ্রি ঘোষ
কোষাধ্যক্ষঃ	সোমনাথ চক্রবর্তী
সাংস্কৃতিক কর্মাধ্যক্ষঃ	মহুয়া রায়
পুজা-বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষঃ	গৌরী যোশী চ্যাটার্জী
খাদ্য-বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষঃ	শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী
তহবিল-বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষঃ	দ্বৈপায়ন দাস
যুব ও ক্রীড়া-বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষঃ	ইন্দ্রনীল সাহা
কার্যনির্বাহী সদস্যঃ	কৌস্তুভ দত্ত
কার্যনির্বাহী সদস্যঃ	হিমাদ্রি মুখার্জী
কার্যনির্বাহী সদস্যঃ	সুতপা রায়

সূচী

সভাপতির কলমে	সানিথ রায়	১
সম্পাদকীয়	মহুয়া রায়	২
ভ্রমণকথা		
Garden under water	Chhanda Bewtra	৩
দিল্লী থেকে বাগড়া	পিনাকী মণ্ডল	৭
প্রবন্ধ		
বর্তমান সময়ে বিবেকানন্দের বানী কতটা প্রাসঙ্গিক	হেনা দাস	১১
An introduction to Tantra	Dr. Dhruba Chakravarti	১৩
স্মৃতির ঝাঁপি		
বাক্স গাড়ি vs বুড়ির চুল	অর্পিতা চ্যাটার্জী	১৭
কবিতাগুচ্ছ		
The endless path	Aruneem Bhowmick	২১
সুরের ঝর্না	হেনা দাস	২৩
শিল্পকলা		
রুদ্র	অনির্বান পাল	২৪
Family Ties	Deblina Sarkar	২৫
Onset of Fall	Deblina Sarkar	২৬
Maa Durga- Kumari rup-e	Bhaswati Manish	২৭
কচিকাঁচাদের আসর		
Pegasus	Debayan Chakravarty	২৮
Mother nature	Aditri Bhowmick	২৯
Baby fishes with mother	Aarhan Manish	৩০
Happy Durga Puja	Shubhan Kumar Das	৩১
Maa Durga	Dhriti Das	৩২
Joy Maa Durga	Veidehi Sutradhar	৩৩

আগমনী সম্পাদকঃ মহুয়া রায় | প্রচ্ছদঃ অনির্বাণ পাল
অলঙ্করণ ও বিন্যাসঃ পিনাকী মণ্ডল

সভাপতির কলমে

On the auspicious occasion of Durga Puja, I would like to extend my greetings and best wishes to you all. I truly wish everyone's happiness and prosperity.

First, I would like to thank you for providing me opportunity to serve Bengali Samiti of Nebraska as a president in 2019. As for me, this year has been a wonderful experience. I am thankful to the past BSN executive committees for setting such a repeatable structure and inspiring me to get involved. I am extremely grateful to all my executive committee members for their time, energy and relentless support that they have dedicated throughout this year.

I would like to sincerely thank all volunteers for their support for executing all events smoothly. To organize events of any scale, it is always a challenge and we need support from volunteers. We have been fortunate enough to receive ample support from our members during every event. Also, I would also like to thank all our sponsors and donors for their generous donations.

BSN has blossomed in every aspect and I am optimistic that we as a community will scale new heights in the years to come. The strength of our organization is in its members and collective efforts. We are fortunate to have very passionate, dedicated, experienced and talented members. As our BSN family keeps growing, I am confident that all of us will continue to partake in the journey of BSN's growth.

With very best wishes for you and your family.

Regards,
Sanith Ray
President, Bengali Samiti of Nebraska

সম্পাদকীয়

সবাইকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দেখতে দেখতে আগমনীর ১৩-তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো এই বছর। পুজোয় আমাদের বিশেষ আকর্ষণ এই পুজো ম্যাগাজিন আগমনী। সেখানে এখানকার খুদে শিল্পীদের আঁকা ছবি, কবিতা, গল্প পড়লে বিস্মিত হতে হয়। শুধু খুদেরাই নয়, বড়রাও তাদের ব্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে সময় বারকরে গল্প-কবিতা লেখে, ছবি আঁকে।

সবার ভালোবাসা আর উৎসাহে এগিয়ে চলেছে বাঙালি সমিতি অফ নেব্রাস্কা। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। প্রবাসী বাঙালি হওয়ার ফলে সেই তেরো পার্বনের সবটুকুর আঁচ না পেলেও, বছর জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করি বাঙালি সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য কে বজায় রাখার। মনের মধ্যে এই আশা নিয়ে যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যারা মূলত এদেশে বড় হয়েছে, তারাও নিজেদের বাঙালি সত্তাকে একটু হলেও চিনতে জানতে আগ্রহী হবে। সরস্বতী পুজো থেকে বঙ্গ উৎসব, বাৎসরিক পিকনিক থেকে চ্যারিটি work সবেতেই আমাদের সদস্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে।

আমাদের সদস্যদের এই প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। আমাদের সব কাজের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে হাসি মজা আর আনন্দের ছোঁয়া। সেই আনন্দের সুরে সুর মিলিয়ে এই বছরেও আমরা আয়োজন করেছি মাতৃবন্দনার। আমরা উৎসবপ্রিয় বাঙালিরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি পুজোর এই দিনগুলোর জন্য। বাঙালিদের কাছে পুজো মানেই কলকাতা। আর কলকাতার পুজো মানে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা, খাওয়া দাওয়া আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। সে এক অন্য পুজোর স্বাদ। আমাদের পুজো এখানে অন্য সুরে গাঁথা। এখানে মায়ের আগমনীর জানান দেয় না মহালয়া। ঘড়ি মিলিয়ে চারটের সময় রেডিয়োতে বেজে ওঠে না বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এখানে এক মাস ধরে পুজোর কেনাকাটা নেই, প্যান্ডেল হপিং নেই, নেই শিউলি ফুলের গন্ধ। তাতে কি? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এই সপ্তাহন্তের পুজোই আমাদের সব আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। কখনও আয়োজক সমিতির সদস্য হয়ে, আবার কখনও বা নিছক সাধারণ দর্শনার্থী রূপে এখানকার বাঙালিরা অপেক্ষা করে থাকেন সব জটিলতা ভুলে, বোধন থেকে বিসর্জনের প্রতি মুহূর্তে আনন্দ-গল্প-হাসি-ঠাট্টায় খুশিতে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে।

সবাই ভালো থাকুন, আগামী বছর গুলো সবার ভালো কাটুক।

মহুয়া রায়
সাংস্কৃতিক কর্মাধ্যক্ষ, নেব্রাস্কা বাঙালি সমিতি

ভ্রমণকথা

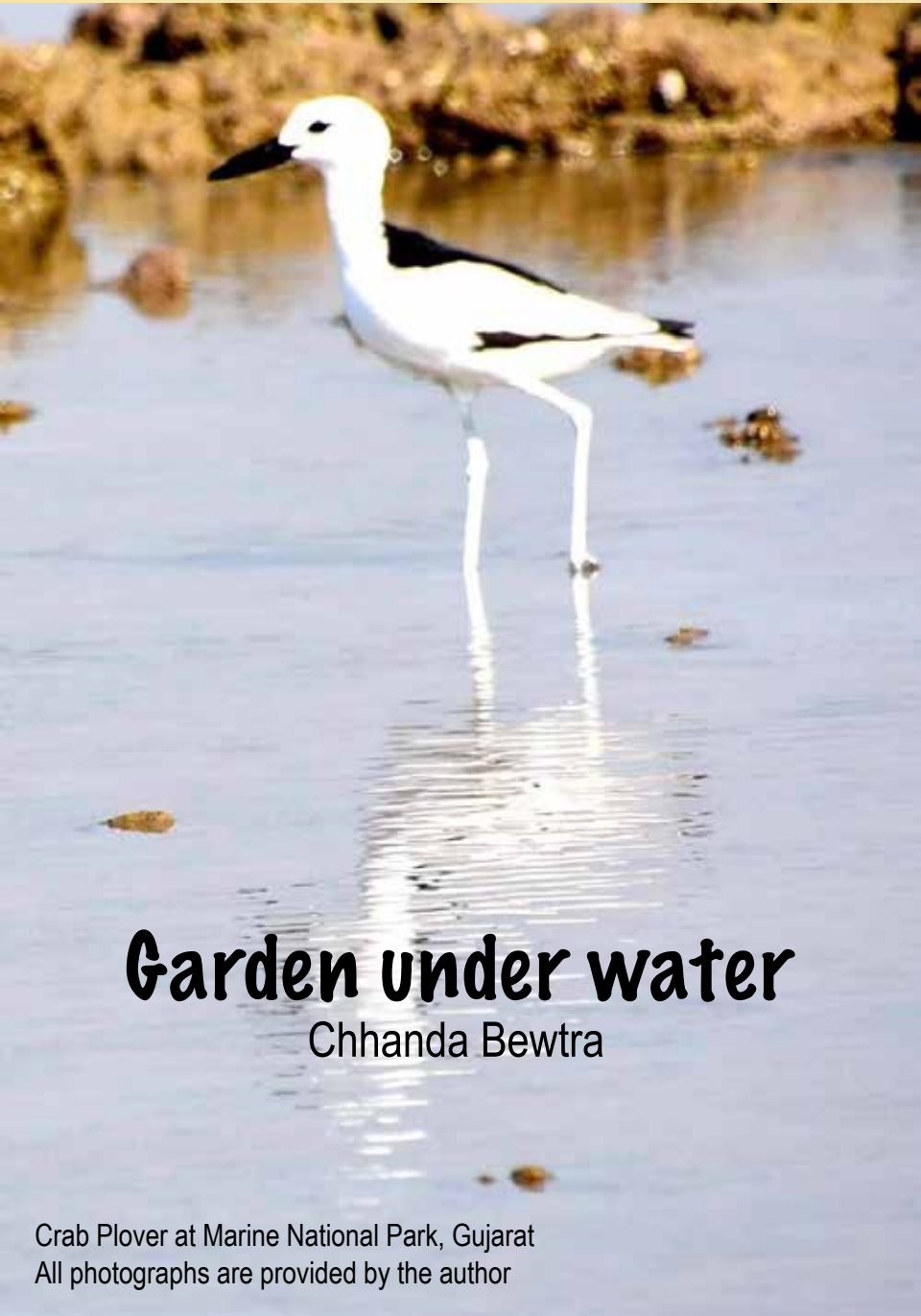

Garden under water

Chhanda Bewtra

Crab Plover at Marine National Park, Gujarat
All photographs are provided by the author

When we talk about visiting xyz national parks all over the world and checking out various animals, we often forget about the vast wealth of animals right under the waters of the oceans surrounding us. In some parts of the world (Australia's Great Barrier Reef comes to mind) you can dive or snorkel on the coral reefs and visit the various denizens of the sea. But for people unable to snorkel or dive, there aren't any opportunities. That is why I felt so excited about visiting the Marine National Park in Gujarat, in the west coast of India. You don't need to know diving or swimming or rent or purchase snorkels or fins. All you have to do is walk, in low tide, in ankle deep water, watching the animals in the ocean bed. What can be easier than that?

In Gujrat's west coast, the Runn of Kutchh is famous for wide-open shore land. Right there, in the cracks and crevices of the coastline are beaches and tiny islands where the sea remains at a low tide for miles. Numerous fish eating birds too gather there to fill their bills before the high tide wash it all away.

The park is about 500 sq. km with 40+ tiny islands, mostly nameless. One large one is named Pirotan where people can walk or boat to enjoy picnics. There is also a burial ground of a Pir, Muslim holy man.

The best place to walk on the reefs is at Narara, where the water recedes for 3-4 kms from the shoreline. There are two high tides and two low every 24 hours. This also varies with the gravitational pull of the moon. So it varies from day to day and needs to be confirmed before visiting the park. Best time is between the 2 high tides. The nearest town to reach by car, train or plane is Jamnagar. Narara is about an hour's drive from Jamnagar. The place to stay in Jamnagar is President hotel where the owner is an expert in sea tide times and marine conservations. Hearing our plan he was too thrilled. After feeding us samosa and lassi he spent an hour talking about the park and showing us hundreds of photos of the park in which was very helpful.

We went in mid afternoon, but even in winter (Nov) it was hot under strong sun reflecting off the water. We were wisely advised to wear sunscreen, hats, long sleeve shirts, carry drinking water, camera and wear stout thick soled shoes for walking on the sharp

corals. Shoes are important. Casual light slip ons or sandals are not good enough and tends to float away in the current.

At Narara the ticket office is right at the beach. Local guides are available and it is a good idea to hire one. Many animals are well camouflaged and we would never have seen anything without the guide's help.

The exposed part of the reef dies and is ideal for walking on. The living coral grows under water line. It looks soft smooth and fragile.

Even before reaching the water line the mangrove forests can be seen besides the beach. Below the trunks, tiny white butterfly like crabs can be seen. They are called porcelain crabs and they disappear under the sand at the first footstep.

On top of the water, all kinds of fish loving birds crowd—egrets, heron, ibises, storks, herons, gulls, plovers, sand pipers and many others try their best to catch as much food as possible before the high tide.

In ankle deep clear water we saw slender long tubeworms—thin thread like worms quickly hide in sand at the slightest threat. Also plentiful are sea cucumbers of all sizes and shapes. Starfishes are also familiar creatures. Tiny, fragile Brittle stars break off their arms at the slightest touch. Sponges of bright red and yellow colors cling to the dead reefs. Even the corals are of many shapes and forms; moon coral, brain coral etc. There is a foot wide green sea anemone which if disturbed shrinks to a tiny ball.

Besides porcelain crabs are usual type of blue crabs and a hairy looking crab called wolf crab, which looks more like a hairy tarantula than a crab. Glass shrimps are totally transparent and internal organs can be clearly seen. We saw tiny nudibrachs undulating their colorful flat body. They were not like their bigger poisonous cousins.

Amongst bigger animal, octopuses are the most numerous. But they are too well camouflaged to see easily. Also with their ink squirts and ability to squeeze in small spaces, they are difficult to catch.

A little further from the shore, in knee-deep water, bigger animals can be seen. Rays, turtles, puffer fish etc. If you are very lucky even dolphins can be seen. I was not that lucky but I did get to hold a puffer fish. These are the famous poisonous fish of Japanese dish fugue. The cooks have to be trained to handle this fish and not accidentally contaminate the flesh with poisons from internal organs. Eating poisonous fish cause immediate death. However there was no risk in holding the fish except those large biting teeth. I was just starting to feel happy at marine conservation and education efforts, but I noticed a large petroleum refinery plant opening right next to the park. Gujrat govt. touted it as 'the largest refinery in the world'. How is it going to affect the park? Nobody knew the answer.

Poisonous Puffer fish

See through Shrimp

Octopus

Sea Cucumber

ভ্রমণকথা

দিল্লী থেকে বাগড়া

পিনাকী মন্ডল

আচমকা ইমেল, টেলিফোন সব একসঙ্গে এল - চটপট কলকাতা এস। অর্পিতা দুম করে ছুটি পেল না, একাই বেড়িয়ে পড়লাম। গ্রীষ্মকাল। পঞ্চাশ কিলোমিটার অটো - মেট্রো করে নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে ধীরাগমনে ঢুকলাম। অবশ্য ধীরে না ঢুকে কোনো উপায় ছিলো না, কারণ প্রচন্ড ভিড়, লোক মেলা দেখার মত করে স্টেশনে ঢুকতে চাইছে। বিপুল জনসমুদ্র ঠেলে যখন মেটাল ডিটেক্টরের কাছে পৌছালাম, দেখলাম মনিটরে সেই স্ক্যান দেখার রেল পুলিশটি অন্যদিকে চেয়ার ঘুরিয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। এদিকে ব্যাগের পর ব্যাগ স্ক্যান হয়ে যাচ্ছে।

দেখে শুনে স্তম্ভিত হতে যাব, এমন সময় একজন আমাকে বেমক্কা ঠেলে হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলাম ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে বোধহয়। ওমা, ওপাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ কিছুটা পরে একটা ছেলে এসে ওই ঠেলা মারা ভদ্রলোককে বলল, পাপা অভি বহোত টাইম হ্যায়, চলিয়ে পহেলে কুছ খা লেতে হ্যায়। যাচ্চলে, তাহলে ঠেলাঠেলি করে কেন। তখন মনে পড়ে গেল - একবার লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে গিয়ে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের (?) সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। তিনি বেলাইনে টিকিট কাটতে চেষ্টা করছিলেন। আমি তাঁর এ প্রচেষ্টায় প্রথমে অসহযোগিতা ও পরে নিরাশ হতে করুণাবশতঃ তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে বলেছিলেন, ইন্ডিয়াকা কুছ নেহি হোগা ভাইসাব, সব ইঁহাপে এয়সাহি হ্যায়। তত্ত্বকথা মনে পড়ে যেতে শান্ত হলাম ও স্টেশনে প্রবেশ করলাম। দেড়ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছি, অতএব বসার একটা জায়গা চাই। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে একটাও সিট খালি নেই। হঠাৎ একটা লোকাল ট্রেন ঢুকলো আর গোটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সব সিট আমার হয়ে গেল। এবার কোন সিটটায় বসব ? এটা ঠিক পরিস্কার নয়, এটার হাতল নেই, এটা - না এটার সামনে আবার ডাস্টবিন। এই মনস্তত্বটা আমি আগেও দেখেছি, মাত্র একটা জায়গা থাকলে দৌড়ে এসে বসে পড়তাম - এইরে আবার অনেক লোক আসছে, চট করে বসে পড়ি।

‘কান খোঁচাবেন?’

এই সেরেছে। একজন সবুজ জামা পরা ছেলে আমার পাশে।
‘না ভাই, আমার কান পরিস্কার আছে।’
‘আরে আমাকে দিন, একদম পরিস্কার করে দেব দু’মিনিটে’ - সে জোর করে।
‘বললাম তো না, আমি ঠিক আছি।’
‘পরিষ্কার করে নিলে পারতেন’ - বলে সে উন্নাসিক চলে যায়। নিস্কৃতি পেয়ে আমি বসে থাকি। ক্রমে প্ল্যাটফর্ম আবার ভরে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের লোকজন দেখতে থাকি। একজন মেয়ে সামনের শতাব্দী এক্সপ্রেসটায় ওঠার জন্য সঙ্গের ছেলেটিকে বলেন তার ছোট্ট ব্যাগটি ধরতে। বিশালবপু টিকিট চেকার সিঙ্গাড়া শেষ করে চায়ের অর্ডার করেন এবং মাথার পিছন থেকে আওয়াজ আসে, ‘কান খোঁচাবেন?’ দেখি সেই সবুজ জামা, ভীষণ বিরক্ত হই, গম্ভীর ভাবে বলি, না। সে আবার যুক্তি দেখানোর জন্য মুখ খুলতেই আবার বলি, না। ততোধিক বিরক্ত হয়ে সে চলে যায়
এবার আমার ট্রেন আসবার সময় হয়ে যাচ্ছে। উঠে একটু হাত পা খেলিয়ে নিই। একটু পায়চারি করি, দোকান থেকে ম্যাগাজিন, কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনি। বগি নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, নির্দিষ্ট বগির কাছে দাঁড়াই। ট্রেন আসছে কিনা দেখার চেষ্টা করি। আতঙ্কিত হয়ে দেখি, ট্রেন না সেই সবুজ জামা আসছে। সবাইকে উপকারিতা বোঝাতে বোঝাতে। এই এসে পড়ল। সোজা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। যেই আমাকে প্রস্তাবতা দিতে যাবে, ছদ্মগম্ভীর ভাবে বলি, এই নিয়ে তিনবার হলো। অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে সে চলে যায়। সশব্দে ট্রেন এসে পড়ে। অবধারিত ভাবে বগিটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ায় না। সবাই আমরা লটবহর নিয়ে দৌড়তে থাকি। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে অবশেষে নির্দিষ্ট বগির নির্দিষ্ট আসনটিতে পৌঁছাই। আমার ছোট একটি ব্যাগ সিটের তলায় ঢুকিয়ে জানালার ধারে বসি।
টিকিট পেয়েছি লোয়ার বার্থের, সুতরাং দান করবার জন্য প্রস্তুত হই। লোয়ার বার্থের নিয়মই হচ্ছে অন্য লোককে দিতে হবে। এতবড়ো দেশ আমাদের। বয়স্ক, অসুস্থ, সন্তানসম্ভবা, বাচ্চা - সংখ্যা প্রচুর। সেটা সমস্যা হয় না। সমস্যা হয় লোভে। যদি ওনার কাছ থেকে এই গল্পটা ফেঁদে নিচের সিটটা বাগিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বেশ সিন সিনারি দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। এসব ফন্দি আমি হাড়েহাড়ে জানি। তাই মুক্ত মন নিয়ে বসে থাকি। দেখি কে আসে।
একজন এসে পড়েন, মানে আক্ষরিক অর্থেই, আসেন ও প্রবল বেগে

সিটের ওপর পড়েন। শঙ্কিত হই, লেগেছে মনে হয়। না, ভদ্রলোক একগাল হাসেন। 'তাড়াহুড়োতে পা টা স্লিপ করে গেল, লাগেনি।' জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন। তারপর শান্ত হয়ে বসে বলেন, 'জানেন, প্রতিবার এই হয়। জানি সিট কোথাও পালাবে না, তাও তাড়াহুড়ো করি। ট্রেনে বসতে পারলে তবে শান্তি।' আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ি। বাকিদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। দুজন ভদ্রলোক, একজন ত্রিশের আশেপাশে, আর একজন মধ্য বিশের, সঙ্গে একজন বছর কুড়ির মেয়ে, ক্যুপে আসেন। মেয়েটির কোলে সদ্যজাত শিশু। এঁদের সঙ্গে প্রচুর ব্যাগ। সেইসব ব্যাগ কোথায় কোনটা থাকবে সেই নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ তৈরী হয়। ফলে আমাদের ক্যুপটার সামনে জনজট হয়। সেই জট ঠেলে একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক তাঁর মাকে সঙ্গে করে ঢুকে পড়েন। ঢুকেই ওই লোক দুজনকে বলেন, 'ব্যাগ ফ্যাগ গোছানো পরে হবে আগে সিট বুঝে নেওয়া যাক।' রিজার্ভ করা সিট কি ভাবে আবার নতুন করে বুঝে নেওয়া সম্ভব বুঝতে পারি না। দেখি আর কেউও সেটা বুঝতে পারেনি। তবে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় উঁকি দিয়ে যায়। বলি, আপনাদের বুঝি উপরের সিট? ভদ্রলোক প্রবলবেগে মাথা নেড়ে আমাকে বোঝাতে যাবার আগেই, ওই মাথা নাড়া দেখেই বলি, আমার নিচের সিট, এখন আমি বসব, রাত্রে উপরে উঠে যেতে পারি। এবার ওদের ব্যাগ গুছিয়ে নিতে দিন। ওখান দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে পারছে না। ওঁরা বসেন। একটু পরেই ট্রেনের ভিতরে অন্যাউন্স হয় ট্রেন ছাড়ার জন্য প্রস্তুত।

আমি বয়স্কা ভদ্রমহিলাটিকে জানালার ধারটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। উনি পা টা তুলে আরাম করে বসবেন, কি চাইলে মাথা ঠেক দিয়ে ঘুমিয়েও নিতে পারেন। মাঝের সিংহাসনটি আমার, পাশেরটা বেওয়ারিশ। কারণ সেই যে দুজন লোক আর মহিলা সঙ্গে একটি শিশু উঠেছিলেন তাঁরা গাদাগাদি করে সামনের সিটটায় বসেছেন। কারণটা যদিও পরিস্কার হচ্ছিল না আমার কাছে, বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। মাঝে দু' একবার হাই টাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙ্গে পাশের ফাঁকা সিটটায় পা ছড়িয়ে হিংসা উদ্রেক করার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ওদের ঋষিসুলভ মানসিকতায় কোনো টোল খাওয়াতে পারলাম না। আমি যখন এইসব পৌরাণিক কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ ওদের পাশে বসা লোকটার দিকে চোখ পড়ে গেল। সে ভ্রু কুঁচকে আমাকে দেখছে। সামলে নিয়ে দেঁতো হাসি হাসলাম। সেও হাসলো, কথা না বলে মুখভঙ্গি করে বোঝালো, লাভ নেই। আমার থেকে তার ঢের বেশি দরকার ওদের একজনকে এদিকে পাঠাতে। যা যা করার সে ইতিমধ্যে করেছে। পা তুলে অনেকটা জায়গা নিয়ে বসেছে, ব্যাগ থেকে একটা গামছা বের করে ওদের দিকে মিলেছে, জোরে জোরে পা নাচিয়েছে, শব্দ করে ঢেকুর তুলেছে - তাতে আমরা বিরক্ত হয়েছি, ওরা

পাত্তা দেয়নি। এবার সে মরিয়া হয়ে ওদেরকে বলল যে একজন যদি ওদিকে যায় তাহলে কেমন সুন্দর সবাই মিলে আরাম করে যাওয়া যায়। তাতে ওরা আরও গাদাগাদি করে বসে ওনাকে আরও জায়গা ছেড়ে দিলো। উনি আমাদের দিকে চেয়ে হাত উল্টোলেন। এবার বয়স্কা ভদ্র-মহিলাটি বললেন ওরকম চেপেচুপে বসলে বাচ্চাদের অসুবিধে হয়। আর বাচ্চাটিও দারুণ সময়ে কেঁদে উঠল। ফলে সমস্যা মিটে গেল। কমবয়সী ছেলেটি আমার পাশে এসে বসল।

ভদ্রলোকটির মুখভর্তি অগোছালো দাড়ি। মাথায় তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষ। সাধু সন্ত ? পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি বালাসোরে থাকেন। ওনার কথা বার্তা শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল। উত্তরে উনি প্রচুর কিছু বললেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ওনার বাড়ি বালাসোর। বিভিন্ন ধার্মিক সমাবেশ, যথা কুম্ভমেলা ইত্যাদি-তে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। নিজেকে সাধু বললেন না। তবে উপার্জনটা ধর্মকেন্দ্রীক বলে আমার মনে হল। লোকের নিঃস্বার্থ উপকার করতে ভালো বাসেন। আমার শহরেরই একজনের কথা বললেন। এক-সময় সে পকেটমার ছিলো। তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে, বুঝিয়ে শুনিয়ে চা এর দোকানি করেছেন। তার দোকান খড়গপুরের পুরিগেটের কাছে। এসব শুনে যখন মনটা নির্মল হব হব করছে, আচমকা ভদ্রলোক ভীষণ চিৎকার করতে শুরু করলেন। ফোনে। দু'চার মিনিট নয় টানা এক দেড় ঘন্টা। আর সে কি চিৎকার। পাশের ক্যুপ থেকে লোক এসে দেখে যেতে লাগল। দরকারী ফোন করতে গেলে টয়লেটের সামনে যেতে হলো। ঝড় থামলে, উনি নিজেই বললেন, রাগের কথা শুনলে রাগ হয় কিনা বলুন। আমরা একবাক্যে সম্মত হলাম। দেখতে গেলে অবশ্য আমি একাই হলাম, কারণ উনি তখনও ওড়িয়াতেই বলছিলেন, সেটা আমি অল্পবিস্তর বুঝলেও হরিয়াণার লোকেরা একদমই বোঝে না। উনি ঝড়ের মত উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেলেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আমাকে লোকদুটি জিজ্ঞাসা করল, কিছু বুঝলে কি ব্যাপার ? আমি অনেকক্ষণই বুঝে ছিলাম। সংক্ষেপে বললাম, এটা গরুর ব্যাপার। ওনার গরু অন্য কেউ ওনাকে না জিজ্ঞাসা করে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। ওরা সশঙ্কিত চিত্তে জানতে চাইলো, করে ফেলেছে ? তাহলে তো হয়ে গেল। আশ্বস্ত করলাম, না করতে পারেনি। সুতরাং, মা ভৈ! মাংস ভাত খেয়ে দুপুরের নিশ্চিন্ত ঘুমে কোনো ব্যাগড়া আসবে না।

খড়গপুর প্রায় এসে পড়েছিল। আমি নামবার সময় ভদ্রলোক ওড়িয়াতেই বললেন যে, আপনি ওড়িয়া জানতেন বলে আপনার সঙ্গেই একটু কথা বলতে পারলাম। আশাকরি বিরক্ত করিনি। বললাম, না না। বিরক্ত হব কেন। তবে ওড়িয়াটা, লজ্জার ব্যাপার, আমি ঠিক জানি না।

প্রবন্ধ

বর্তমান সময়ে বিবেকানন্দের বাণী কতটা প্রাসঙ্গিক

হেনা দাস

এই পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণের জন্য যারা কাজ করে গিয়েছেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে, তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে অন্যতম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম সম্মেলন-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে যিনি বলেছিলেন - "Help and not fight, Assimilation and not Destruction, Harmony and Peace and Dissension" - আজ আবার তাঁর সেই কথাগুলি পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে মানবতার যে অবক্ষয় চলছে, তা থেকে পরিত্রান পেতে এবং জীব প্রেমের মাধ্যমে সকলের মাঝে সমন্বয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামীজীর বাণী বর্তমান বিশ্বকে আলোর পথ দেখাবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যিনি মানবজাতির কল্যানে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আজ ধর্ম, ধর্ম করে মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্তু ধর্ম কি সেটাই অনেকে জানেন না। ধর্ম কলহ নয়, হিংসা নয়, ধর্ম এক মধুর গীতি। বিবেকানন্দ বলেছেন, "পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ"। "To be good and to do good - that is the whole of religion" - নিজে ভাল হওয়া ও অন্যের ভাল করাই ধর্মের সার কথা। সব ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন যদিও সে নীতি অর্জনের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকম। বিবেকানন্দের বাণী প্রকৃতপক্ষে সেই মহা ঐক্যের বাণী যার উৎপত্তি বেদ, উপনিষদ ও গীতায়, যা বিধৃত আছে পৃথিবীর সবকটি ধর্মগ্রন্থে। শ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষদের সত্যে উপনীত হয়ে যেমন বলেন, "যত্র জীব তত্র শিব", বৌদ্ধধর্মে এইভাবেই বিশ্বজনীন মৈত্রীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে বলা আছে "To God took flesh & became man"। ইসলাম ধর্মে ঘোষণা হয়েছে "Each soul is potentially divine"। প্রতিটি জীবের মধ্যে যখন ব্রহ্ম উপস্থিত, তখন সেই জীবকে ভালোবাসা ও সেবা করাই মানবধর্ম। তাই বিবেকানন্দ লিখলেন -

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর”।

এই মানবতাবাদী জীবনদর্শনের মাহাত্ম্যই বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন। তার এই প্রেম ও মানবিক আদর্শের স্পর্শে একাকার হয়ে গেল যুগ, জাতি ও দেশ। তাই তো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি জাতিভেদ প্রথা জর্জরিত ভারতবর্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সামাজিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং আজ থেকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন সব মানুষের একত্বের কথা। এই মর্মে পবিত্র কোরানের সুরা হজরাত-এ ১৩ নম্বর হায়াতে ঘোষণা করা হয়েছে - “হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক মানব ও মানবী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও”। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে আর্ত পীড়িত দুঃস্থ মানবতার সেবার লক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। আজও এই মানবতার বাণী প্রচার করার কাজ চলছে।

২০১৯ সাল বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটিতে পালিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের অস্থির প্রেক্ষাপটে আজও তার বাণী মানুষকে মানব ধর্মে উজ্জীবিত করছে, মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে।

Swami Vivekananda delivered speech at the first World’s Parliament of Religions on the site of the present-day Chicago Art Institute

Photograph by Pinaki Mondal

প্রবন্ধ

An introduction to Tantra

Dr. Dhruba Chakravarti

Sanatana Dharma has two ancient paths: Vedic and Tantric. The Vedic path is based on Vedas and Upanishads. The Tantric path is based on numerous Tantric texts. The crown of the Vedic path is the Bhagavad Gita, and similarly, the crown of the Tantric path is the Durga Saptashati or ChanDi.

The subject of the Vedas and Vedanta is the unchangeable eternal Supreme Divine. Shri Krishna says in the Gita

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् || 15.15

In all Vedas I alone am the only knowable, I am the author of Vedanta and the knower of the Vedas.

As you see, that is purely a Vedic conclusion, coming directly from Shri Krishna. In contrast, Tantra focuses on us, what we are, and how we exist in the world. A big part of the ancient sciences of Sanatana Dharma is Tantra. How? Science has two approaches: synthetic and analytical.

Tantra uses mostly analytical methods, and at the end tries to make synthetic conclusions. Tantra has made the ancients realize that all issues can be understood by investigating their smallest details. That is, analyze the issue in small parts first, and understand the issue based on those results. Tantra does recognize that knowledge is obtained when the analytical conclusions actually describe the issue. Nevertheless, this is a big deal in the development of scientific methodology. Let's take an example. We ordinary people do not like to be around stool, urine etc., but to a physician those are invaluable. Tantra gave Ayurvedic physicians the inspiration to

investigate stool and urine and determine diseases.
In this way, a large part of the conclusions made by ancient Indians in geology, botany, zoology, astronomy, mathematics, algebra, geometry, and trigonometry is founded on Tantra. I have not found so far that one verse that I can cite to you to establish the Tantric way of finding knowledge, such a verse may exist. Study a few Tantra books, and this will be obvious to you.
We should not think that scientific conclusions are only to be found in Tantra texts. Various Vedic texts also contain science. Samkhya and Vaisheshika darshanas are Vedic texts, and they contain scientific thoughts and conclusions. Vaisheshika darshana contains the idea of the atom. Although a more interesting and extensive description of the atom is found in Shrimad Bhagavatam (3.11), in which how atoms are used in measuring weights, space, time is described. Samkhya has the 24 tattvas describing the way of creation.
Tantra does not stop at mundane issues; it also examines the biggest of questions, in the same manner. No issue is untouchable; even the Supreme Divine.
Our mundane experience does not allow us to talk definitively about the Supreme Divine, and the Vedic texts describe the Supreme Divine as Brahma, Paramatma and Bhagavan. Of these, Brahma is completely non-describable, not understable in any way. Neti, neti. This could have discouraged us from trying to understand the Supreme Divine. It does not, because we have Tantra.
Clearly, to understand the Supreme Divine, we need to find something we can explore that will report to the Supreme Divine. What about examining the creation? Shri Krishna says in the Gita that He transcends the creation. So what can we do? Well, we can readily agree that there is a great power in the creation. In fact, everybody agrees to this; we Sanatana Dharmis, the religionists and scientists. Can examining that great power that help in understanding the Supreme Divine? We can, if are able to define that great power. Modern science tries to understand creation in terms of material nature; it proposes that a primordial energy is transformed into matter and that matter eventually comes together to become the creation. Einstein deduced the creation formula, E = mc2. There is

new scientific evidence in support for this. We all know that.
You should also know that Shri Krishna describes these events in the Gita

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः |
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् || 13.7

I am briefly describing (samasena udahritam) how the kshetra (field or creation) is caused by imbalances (vikara). Then He mentions these imbalances in the field: attraction (iccha) and repulsion (dvesha), happiness and sorrow (sukha and dukkha), clash (samghata) and staying together (dhriti) and chetana (consciousness).

Those we know as human emotions, right? But they cannot be emotions when the creation is about to happen, right? No humans or any other beings were present at that time to feel those emotions, and somehow, contribute to the imbalances that create the field. Shri Krishna is not discussing our emotions, He is describing forces here; the powerful forces of attraction and repulsion that bring together and move away atoms and molecules, which create glorious and frightful events that make matter by clashing and keeping together. And there is a role of Divine consciousness in it. Wish He described this in greater detail.
But He did say this. That consciousness is the first and foremost in creation: the Divine will. Shri Krishna says in the Gita,

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता || 14.4

I am the father, the giver of the seed (of creation) in the womb of Mahat Brahma (the great Divine Mother Brahma).

This seed is Divine will. And it happens in the womb of Divine Mother. The ChanDi says

या देवी सर्वभुतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 5.31

To the Devi (Divine Mother) present in all creation in the form of Shakti (power), namah to Her, namah to Her, namah to Her, again and again.

या देवी सर्वभुतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 5.19

To the Devi present in all creation in the form of consciousness, namah to Her, namah to Her, namah to Her, again and again.

These conclusions make the Shaktivad (power theory) of Tantra. It makes the first reduction, stating consciousness is with the Divine Mother. The second reduction is in the dissemination of that shakti. In ChanDi, we further learn that Divine Mother is empowering us in many other ways: giving personal powers such as buddhi (intellect), nidra (sleep), kshudha (hunger), trishna (thirst), kshanti (forgiveness), lajja (shyness), shanti (peacefulness), shraddha (respect), daya (benevolence) tushti (contentment), even social powers such as jaati (nationhood), vritti (occupations) and also, what She is to us matri (mother).

If we are willing, we can explore these. Suppose we do. Would that make us worshippers of Divine Mother? No, we also have to accept Her as Chaitanyamayi or source of consciousness and vyaptidevi (all-pervading), who gives us all our powers. Then, we also have to be worshipful. Whether we choose to be worshipful or not, the ChanDi says that we should at least be respectful. That is the message from the story of the demons Shumbha and Nishumbha. They learned that Divine Mother is most beautiful, so they wanted to marry Her. They were destroyed. This episode tells us Shakti is always to be respected. Whatever power we may find, we should be respectful.

The inspiration of this article is primarily from a book named "ChanDi chinta" by the great Vedic pandita and sadhu Dr. Mahanambrata Brahmachari. Some conclusions are also his, but the errors are all mine.

স্মৃতির ঝাঁপি

বাক্স গাড়ি vs বুড়ির চুল

অর্পিতা চ্যাটার্জী

আপনাদের স্কুলজীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল? আকাশী রঙের জামা-নীল রঙের প্যান্ট/স্কার্ট-গলায় খয়েরি টাই-পায়ে সাদা বা কালো জুতো, নাকি যেকোনো একটা রঙের জামা আর পায়ে যাহোক একটা জুতো? আমার দ্বিতীয়টা। অর্থাত কিনা আমার পাঁচ বছর বয়স হতেই আমার বাবা আর রুমার বাবা যথাক্রমে আমাকে আর রুমাকে সাইকেলে চাপিয়ে আমাদের গ্রামের ভারত সরকার এর স্নেহধন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। তখন আমাদের গ্রামে কোনো কিন্ডারগার্টেন স্কুল ছিল না, তার দু-এক বছর পরেই অবশ্য একটি স্কুল চালু হলো যার ড্রেস কোডটাই বললাম প্রথমে আপনাদের। তো সেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি অচিরেই সবার কাছে কেজি স্কুল হয়ে গেল। এবং উদ্যোগী সব মায়েরা ফুটফুটে-পরিস্কার বাচ্চাদের সকাল সকাল মাথায় পর্যাপ্ত পরিমান তেলসহ স্নান করিয়ে, চোখে এবং কপালের বামদিকে ধ্যবড়া করে কাজল পরিয়ে, পিঠে ব্যাগ ও গলায় লাল নীল জলের বোতল ঝুলিয়ে দিয়ে হাত ধরে সেই কেজি স্কুলে যেতে লাগলেন। যাঁরা যেতে পারলেন না তাঁরা স্কুলের নামলেখা টিনের বাক্স গাড়িতে তাঁদের বাচ্চাদের তুলে দিতে লাগলেন রাস্তার মোড় থেকে। বাক্স গাড়ি মানে...., ধরুন একটা বড়সড় টিনের বাক্স, তার চার দেওয়ালের উপরের দিকে তারের জানালা, এতে গাড়িটাকে অনেকটা খাঁচার মত দেখতে লাগত তাই আমরা অনেকে এটাকে খাঁচা গাড়িও বলতাম, এবার ওই বাক্স বা খাঁচাটাকে যদি একটু নিচু একটা ভ্যান রিক্সার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যেটা দাঁড়ায় তাকেই আমি এখন বাক্সগাড়ি বলছি। এই পর্যন্ত লিখে জানেন আপনাদের ওই বাক্স গাড়ির খানিক আইডিয়া দেব বলে Google ইমেজে 'box van for kids', 'school vans for kids', 'rural kindergarten school vans' ইত্যাদি নানারকম সার্চ দিলাম, নাহ, অনেক খুঁজেও পেলাম না জানেন, ওটা কি ওখানকারই specialty ছিল নাকি কে জানে। তো সেই বাক্স গাড়ির চালক মানে ভ্যানকাকুটির যখন রাস্তার উঁচু নিচুর জন্য টানতে অসুবিধা হত তখন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা

মানে ওই স্কুল এর তুলনায় উঁচু ক্লাস আরকি, এই ধরুন ক্লাস থ্রী -ফোর, তাদের নেমে গাড়ির পেছনে ঠ্যালা মারতে হত। এটা বেশ মজার ও বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল আমার কাছে।

এত সব কান্ডের পর স্পষ্টতই আমাদের মত সরকারী প্রাইমারি স্কুলে পরা বাচ্চাদের মায়েদের সাথে ওই টাইপরা পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা খাঁচা গাড়ি করে যাওয়া LKG-UKG র বাচ্চাদের মায়েদের একটা তফাত তৈরী হলো। দ্বিতীয় দলের মায়েরা প্রতিনিয়তই পাড়ার বৈকালিক জটলায় তাঁদের বাচ্চাদের স্কুলের মহিমা, বাদামী রঙের তেলতেলে কাগজের মলাট দেওয়া তাদের পিঠের ব্যাগের আর তাদের মায়েদের কথার ভার বাড়ানো নানা রকম বই, একশ আট রকম খাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগলেন। তাঁদের দাপটে ওরই মধ্যে একটু ভালো জামা পরে টিনের সুটকেস হাতে হেঁটে যাওয়া সরকারী প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের মায়েদের দৃশ্যতই বেশ মুহ্যমান লাগতে লাগলো। অনেকেই এক-দুই বছর প্রাইমারি স্কুলে পড়ানোর পর তাঁদের বাচ্চাদের ওই কেজি স্কুলে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে লাগলেন।

আমার মা-বাবা যে এত সব কিছুর পরেও মাথা ঠান্ডা রেখে আমাকে আগামী দিনের কেউকেটা বানানোর জন্য একদিন ওই বাক্স গাড়িতে তুলে দেননি তার মূলত তিনটি কারণ ছিল বলে আমার মনে হয়। এক: পাড়ার বৈকালিক জটলায় আমার মায়ের অনুপস্থিতি, দুই: পুরনো জিনিসের প্রতি আমার মা বাবার অগাধ আস্থা এবং তিন: আমাদের প্রাইমারি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস-শিবানী রায়, আমার দিদিমনি। ছোটো পিসির সাথে বন্ধুত্বের কারণে ইনি আমাদের বাড়ির খুব কাছের লোক ছিলেন, বলা যায় আমার মায়েরও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। এই তিন নম্বর ব্যাপারটা আমার বড়ই অসুবিধার কারণ ছিল বলাই বাহুল্য, কারণ এর ফলে স্কুলে আমাকে ভীষণ শান্ত বাচ্চা হয়ে থাকতে হত। স্বভাবসুলভ সর্দারি, বাঁদরামিগুলো বিকেলে খেলার মাঠের জন্য তুলে রাখত হত। তো সে দুঃখের কথা নাহয় পরে একদিন গল্প করা যাবে। এখন যা বলছিলাম বলি।

আমাদের সরকারবাহাদুর ঠিক সেসময়ই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে ক্লাস সিক্স এর আগে ইংরিজি শেখা মানে বাচ্চাদের কচি মাথায় চাপ পড়া। তাই তারা ক্লাস সিক্স এ গিয়েই নাহয় A-B-C-D শিখবে। এর ফলে বাচ্চাদের মাথায় কতটা চাপ পড়ত তা জানি না, তবে আমার পিঠে যে বেশ বড়সড় ধরনের চাপ পড়েছিল সেটা আমি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলাম। কারণ, এতে আমাকে ইংরিজিটা যে বাড়িতেই শেখাতে হবে এবং তাতে কোনো মতেই কোনো ফাঁক রাখা যাবে না এ ব্যাপারে আমার মা বোধহয় সেইদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে পরবর্তী চার পাঁচ বছর আমার যে অবস্থা হয়েছিল সে বোধহয় ভাষায় বর্ণনা করা

যায় না। প্রতিদিন বিকেলে সে নরক যন্ত্রণা শুরু হত জানেন, কত আর বলব দুঃখের কথা।

এমতাবস্থায়, কেন জানিনা হঠাত শোনা গেল ওই বাক্স গাড়ির স্কুলটির পড়াশুনা নাকি ইংরিজি মাধ্যমে হয়। আর পর আর স্থির থাকা যায় বলুন? এই অজগাঁয়ে কিনা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল! মায়েরা তো উঠেপড়ে লাগলেন বাচ্চাদের সব ইংরিজিতে পন্ডিত করে তুলতে। রুমার মা একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার মা কে বললেন "হ্যাঁ গো, ইংরেজি পড়ায় খুব ভালো ভাবে। চলুন এদের দুজনকেও ওখানে ভর্তি করে দি।" মাকে সেদিন তাঁকে বোঝাতে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল যে স্কুলে ইংরেজি পড়ানো আর পুরোটাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর মধ্যে কি তফাত। যাক গে যাক সে সব কথা।

আমি আর রুমা দুজন তো 'রাজ্য সরকারের ঐতিহাসিক ভুল' এর স্বীকার হয়ে 'সারদামনি প্রাথমিক বিদ্যামন্দির' এই রয়ে গেলাম। গুটি গুটি পায়ে ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে স্কুলে যেতে লাগলাম আর যথাসাধ্য সামলে-সুমলে বাঁদরামি করতে লাগলাম। এই করতে করতে যখন বেশ বড় হয়ে গেছি মানে ক্লাস থ্রী, অর্থাত বাক্স-গাড়ির স্কুলে পড়লে যেসময় আমাদের দুজনকে ঢালু রাস্তায় গাড়ি ঠ্যালার জন্য assigned হয়ে যেতে হত সে সময়কার কথা বলছি। একদিন টিফিন ব্রেকে ক্লাস সুদ্ধু সক্কলে হয় স্কুল এর সামনে হুড়োহুড়ি করছে নয়তো পাশের গার্লস হাই স্কুল এর গেটের সামনে ঝালমুড়ি-চানা-কাঠি আইসক্রিম খাচ্ছে, আর আমরা দুই মক্কেল ক্লাস থ্রী-র ক্লাস রুমে রাস্তার দিকের জানলায় থুতনি ঠেকিয়ে বসে বসে রাস্তা দেখছি (আমরাও কেন ছুটোছুটি করছিলাম না কে জানে, দুজনে মিলে তেড়ে কারো সাথে ঝগড়া করেছিলাম বোধহয়, তাই কেউ খেলতে নেয়নি। এমনিতে দুজনের দিনের মধ্যে প্রায় ১২ ঘন্টাই ঝগড়া চললেও থার্ড পারসন কেউ ঝগড়া করতে এলেই আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝগড়া করে ফাটিয়ে দিতাম), এমন সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

আপনাদের কেমন লাগে জানি না, আমার ক্যান্ডি ফ্লস জিনিসটা খুব একটা ভালো লাগে না, বড্ড বেশি রকমের মিষ্টি। কিন্তু আমি মেলা টেলায় গেলে ক্যান্ডি ফ্লস খেয়ে থাকি। কেন জানেন? ওটা বানানো দেখতে আমার 'দারু উ উ উ উ উ উ উ.....ণ' লাগে। আর ওই দিন আমি আর রুমা ওই জানলা দিয়ে ওই দৃশ্যটাই জীবনে প্রথমবারের জন্য দেখেছিলাম, জানলার ঠিক নিচেই বানানো আর বিক্রি চলছিল জিনিসটা। দুজনে প্রবল গবেষণা করেছিলাম জিনিসটা কি হতে পারে সেই নিয়ে। রুমা তার কলকাতায় মাসির বাড়ি যাবার আর আমি কলকাতায় আমার জ্যেঠু-পিসিদের বাড়ি যাবার সমস্ত অভিজ্ঞতা জড়ো করেও বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি হতে পারে। কলকাতার কথা বললাম এই কারণেই যে তখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল পৃথিবীর সমস্ত রকমের

আশ্চর্য ব্যাপার কলকাতাতেই হওয়া সম্ভব। তারপর যখন আমাদেরই দু-এক জন বন্ধু সেই আশ্চর্য বস্তুটি কিনে খেতে লাগলো তখন আমরা আরো মুষড়ে পড়লাম। কারণ ক্লাসের আশিভাগ লোকজনের মতই আমাদেরও পকেট গড়ের মাঠ। শেষে 'আঙ্গুর ফল টক' এর মত করে রুমা তো বড়দের মত নিদানই দিয়ে ফেলল যে "জিনিসটা খাওয়া ভালো নয় বুঝলি, বাইরের জিনিস, দেখিস না মা আমাদের চানা খেতে বারণ করে।" রুমার কথা সাধারণত আমি খানিকটা তর্কাতর্কি না করে কখনো মেনে নিইনি, কিন্তু সেদিন ওই মহার্ঘ বস্তুটি কিনে খাবার কোনো উপায়ই ছিল না কিনা তাই আমিও তৎক্ষনাত 'ঠিক বলেছিস' বলে লোলুপ দৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। ঠিক করে দেখে রাখি ব্যাপারটা ঠিক কি রকম, যাতে পরে ঠিকঠাক বর্ণনা করলে বাড়ির লোক ব্যবস্থা করলেও করতে পারে এমনই যখন মনের ভাব, ঠিক তখনিই শুনি পেছনে একটা গম্ভীর গলায় ডাক, "এই তোরা দুজন এখানে আয়, আমার কাছে।" আমাদের দিদিমনি, শিবানী রায়। পপুলার রাগী হেড মিস্ট্রেস। চার পাঁচটা ঢোঁক গিলে, এ-ওকে ঠেলাঠেলি করতে করতে তো দাঁড়ালাম গিয়ে সামনে। লাস্ট পিরিয়ডের ঝগড়ার জন্য পাওনা বাকি আছে, সেটারই শোধনপর্বের জন্য এই আহ্বান-এতে কোনো সন্দেহই ছিল না। কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কানে এলো,"ওটাকে বলে 'বুড়ির চুল', এই নে টাকা, দুজনে দুটো কিনে নিয়ে আয়...যা....আরে মা কিছু বলবে না....বলবি আমি কিনে দিয়েছি।" উনি পেছন থেকে পুরো বিষয়টিই নজর করেছিলেন।..... এরপর আর কি? সেই 'অমৃত' তৈরী পুনরায় অবলোকন ও অমৃত ভক্ষণ।

এর পর যতবার আমি বুড়ির চুল খেয়েছি বা যতবার ওটি তৈরি হতে দেখেছি, ততবার আমার ওই দিনটার কথা মনে হয়েছে। আর আজও প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরও ছোটবেলার স্কুলের ওই একতলা টালির চাল এর বাড়িটা, সামনে ফুলে ছাওয়া দুটো লালে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ, ছোটবেলার বন্ধু-বান্ধব, ক্লাস ওয়ানের মেঝে থেকে ক্লাস টু-র বেঞ্চে উন্নতি ইত্যাদি সমস্ত রকম স্মৃতি ছাপিয়ে আমার এই ঘটনাটার কথা প্রথমেই মনে পড়ে আর মনে হয় ভাগ্যিস আমার মা-বাবা আমায় টাই পরিয়ে খাঁচা গাড়িতে তুলে দেননি তাহলে তো রাশভারী শিবানী রায় চিরদিন আমার কাছে হেড মিস্ট্রেস হয়েই থেকে যেতেন, আমার দিদিমনি হয়ে উঠতেন না কোনদিন। ভাগ্যিস! ভাগ্যিস!

কবিতাগুচ্ছ

The Endless Path

Aruneem Bhowmick

That man who never strayed off,
That endless road on his quest;
On the way, he fought those invincible adversaries,
And strived to do his best.

It was he, that knight of La Mancha,
Who set for an impossible quest.
It was he who quenched that enormous thirst
And arose to be the best of the best.
It was he, that glorious knight,
Who struck fear in the fearless
And conquered those indomitable enemies
Setting off in his path yet again.

Who can fight that indestructible knight of La Mancha,
Bare such a gargantuan burden?
Oppose in battle, with blade and sword in hand
That courageous, quixotic soul he must be.

It is he, Don Quixote
An infamous, glorious knight.
The one who pulled off the impossible feat
And braved the horrendous sights.

How can such a lionhearted, man exist?
Rising from the books to our lives,

Righting wrongs and slaying windmills,
How can someone like that survive?

It is he, Knight of Lions,
Knight of the Sorrowful Face;
Who roamed the road never wandered,
Who ran the impossible chase.

It was he who hoped the hopeless
And followed the path which never ends.
A jagged one, to be precise
Full of turns, corners, and bends.

It was he who accomplished the hardest test,
The one who tried to reach the unreachable goal,
Who attained unattainable glory,
And ran the endless path full of holes.

“Who can live like this” you may ask,
“Fighting invulnerable foes?”
His answer may be something like this,
“By walking the endless path!”

কবিতাগুচ্ছ

সুরের ঝরণা

হেনা দাস

আকাশ গাইছে "মেঘমল্লার"
মেঘেরা গাইছে "দেশ"
কে যেন গাইছে রবীন্দ্র গান
বাদল বাউল বেশ!

পাহাড় গাইছে ঝর্ণার সুর
নদী গেয়ে যায় ঢেউ।
প্রাণে সুর তুলে রবীন্দ্র গান
সঙ্গে গাইছে কেউ!

পাখি দোল বেঁধে গাইছে কূজন
সন্ধ্যা বাড়ির গাছে।
সুর ভরে তুলে রবীন্দ্র গান
কে যেন গাইছে কাছে!

যে গান, তাকেই টেনে এনে পাশে
বসাই হৃদয় পুরে।
সে আমার ছোটবেলাকার আমি
এখনো যায়নি দূরে!!

শিল্পকলা

শিল্পকলা

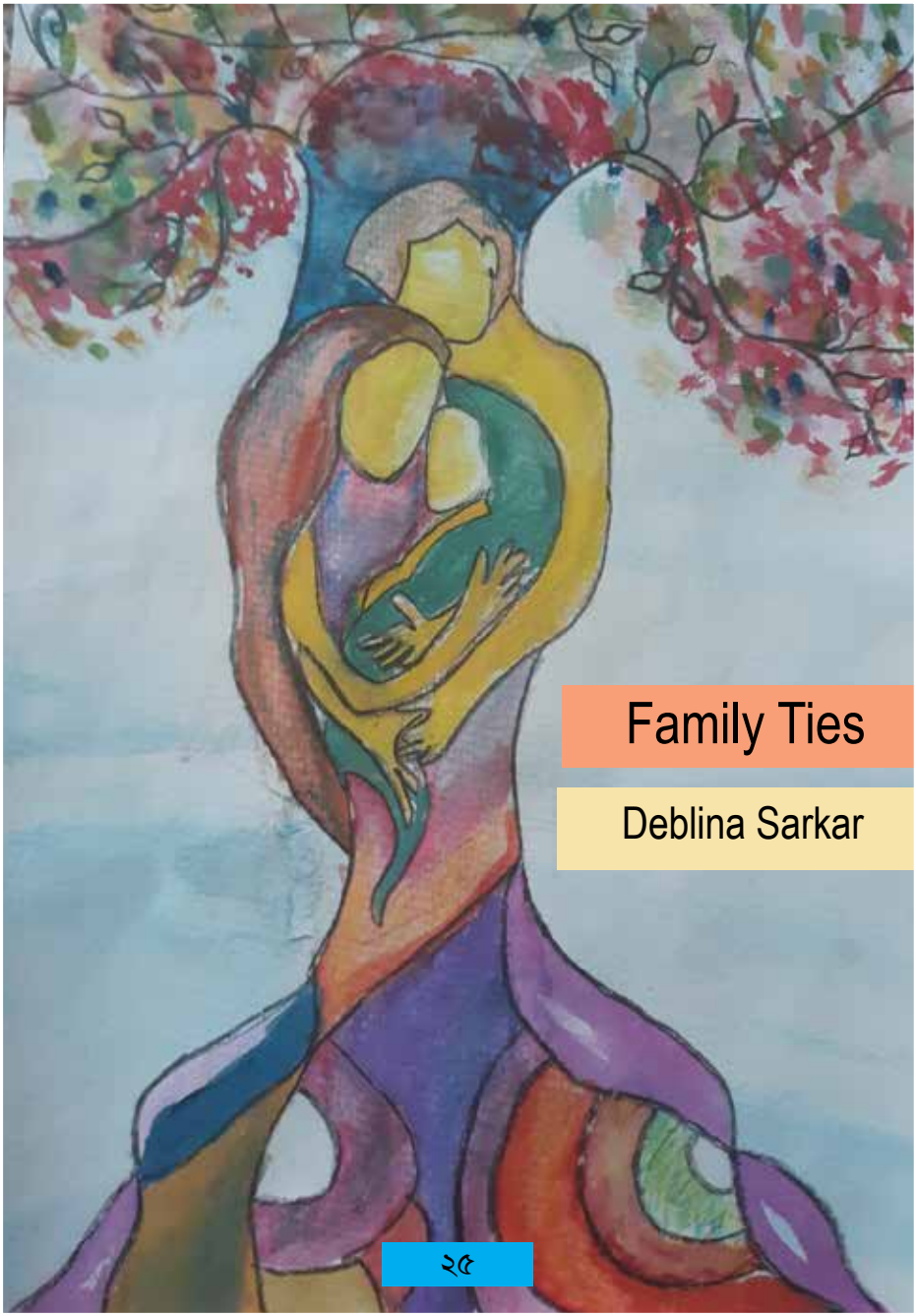

Family Ties

Deblina Sarkar

শিল্পকলা

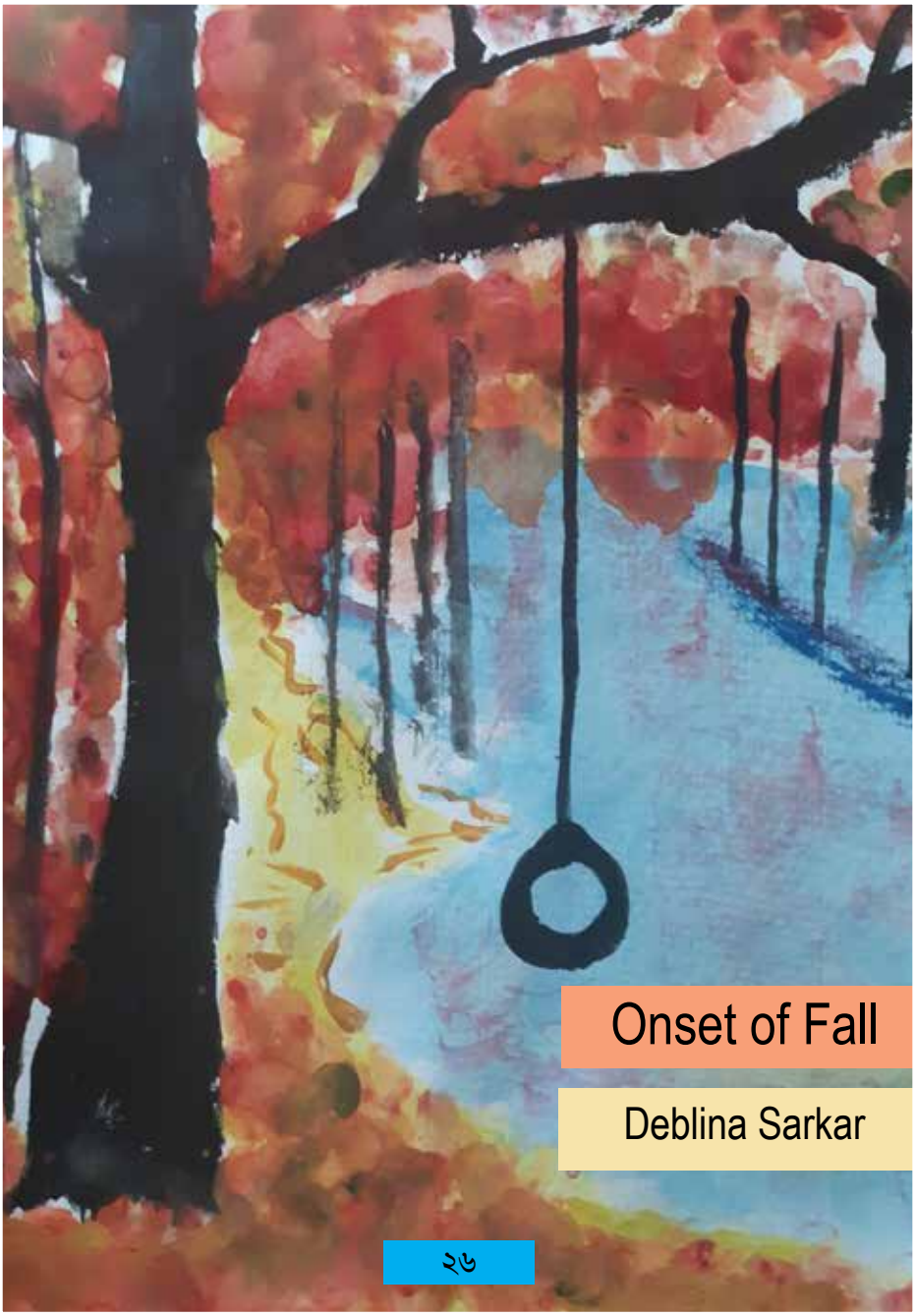

Onset of Fall

Deblina Sarkar

শিল্পকলা

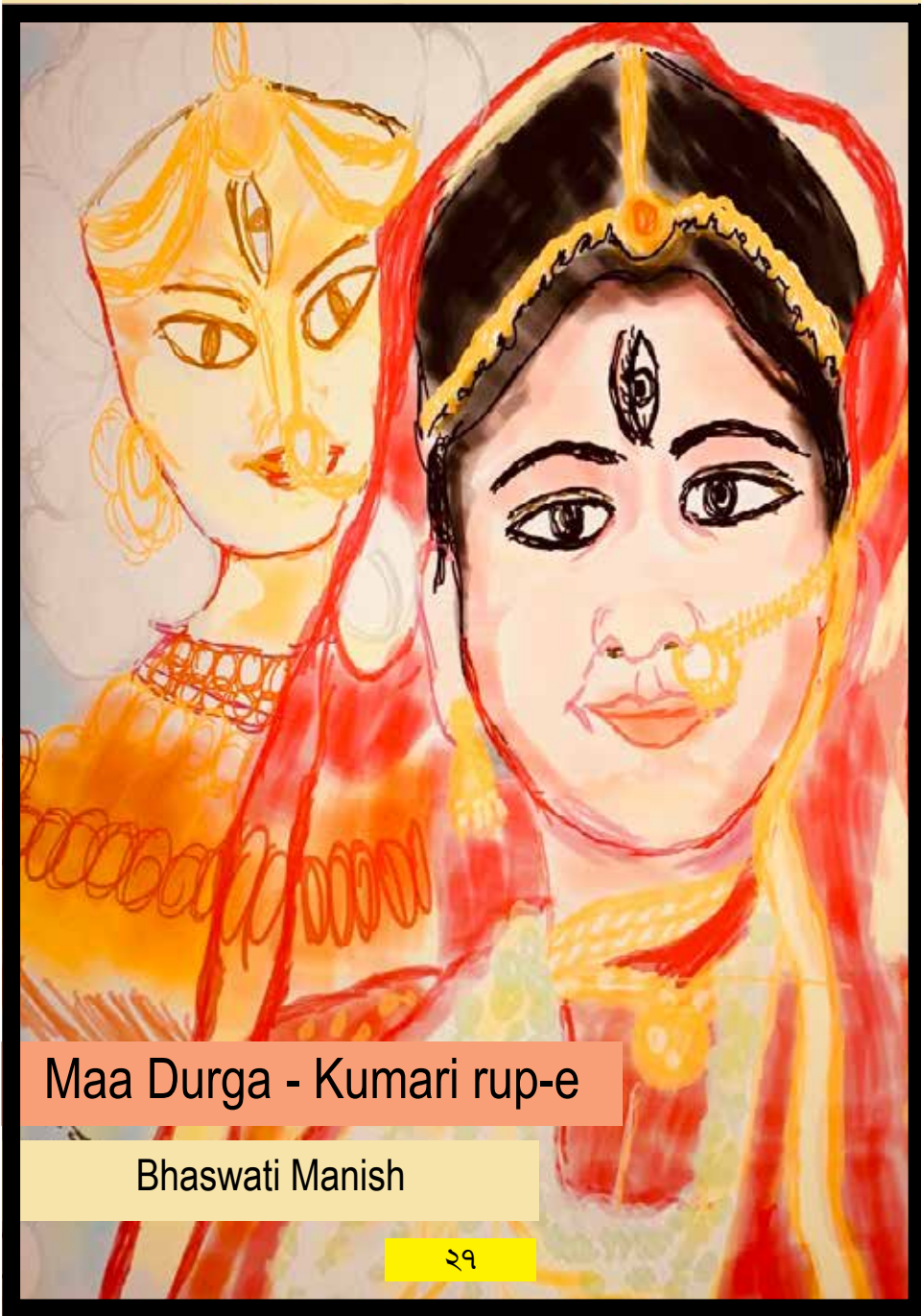

Maa Durga - Kumari rup-e

Bhaswati Manish

কচিকাঁচাদের আসর

Debayan Chakravarty

কচিকাঁচাদের আসর

Aditri Bhowmick

কচিকাঁচাদের আসর

Aarhan Manish

কচিকাঁচাদের আসর

Shuban Kumar Das

কচিকাঁচাদের আসর

কচিকাঁচাদের আসর

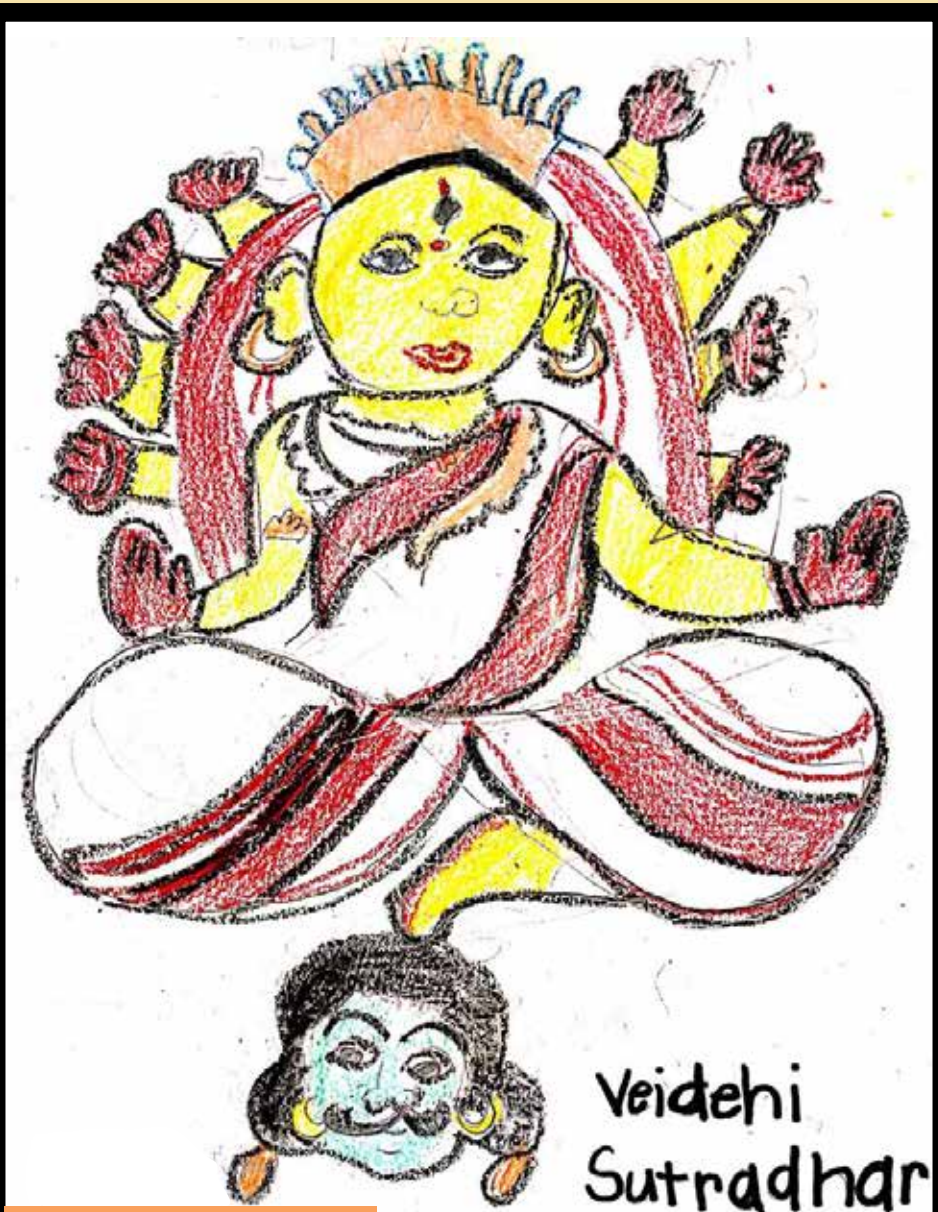

Veidehi Sutradhar

নেব্রাস্কা বাঙালি সমিতি

BENGALI SAMITI OF NEBRASKA **PRESENTS**

12 & 13 OCTOBER

HINDU TEMPLE, OMAHA

WITH **LIVE** **KAVITA** KRISHNAMURTI

OCT 12, WESTSIDE MIDDLE SCHOOL, 6PM

Researved Seating

Dinner included with Hilsa & Mutton

OCTOBER 12:	7 AM - 11.45 AM	SHASTHI & SAPTAMI PUJA
	11.45 AM -12 PM	PUSHPANJALI
	12.15 PM - 2 PM	LUNCH
	4PM	AAROTI
	6 PM - 9 PM	KAVITA KRISHNAMURTHI CONCERT
	9 PM - 10.30 PM	DINNER
OCTOBER 13:	6 AM - 1 PM	ASTHAMI, NABAMI & DASHAMI PUJA
	10.30 AM	KUMARI PUJA
	12 PM	MAHA ASHTAMI PUSHPANJALI
	1 PM - 3 PM	LUNCH & SOCIAL GATHERING
	1 PM - 3 PM	HAVAN & LAKSHMI PUJA
	4 PM - 5.30 PM	DHUNUCHI DANCE & SINDOOR KHELA
	5.30 PM - 6.30 PM	WRAP UP

BUY TICKETS ONLINE @ bsneb.org

Contact us - contact@bsneb.org

Bengali Samiti
of Nebraska
Presents
12 OCT 6 PM
WEST SIDE MIDDLE SCHOOL
8601 ARBOR ST., OMAHA
Reserved Seating
$40 $60 $100 Kids - $20
Kavita
AT OMAHA
Krishnamurti
WITH LIVE MUSICIANS
Padma SHRI
Filmfare Awards
Star Screen Awards
IIFA Awards
MORE EXCITING TICKET OPTIONS : bsneb.org/kkomaha
CONTACT US: contact@bsneb.org

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নেব্রাস্কা বাঙালি সমিতি